মহীয়সীদের গল্প শুনি

মহীয়সীদের গল্প শুনি

[মিশর থেকে প্রকাশিত 'কুনী' সিরিজ অবলম্বনে রচিত]

বাংলা রূপান্তর

আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাকতাবাতুল হাসান

মহীয়সীদের গল্প শুনি

প্রথম সংস্করণ : মার্চ ২০১৮
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মো. রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাসান

মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়নগঞ্জ।

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

ISBN : 978-984-93533-5-5

মূল্য : ১৩০/= টাকা মাত্র

MOHIOSIDER GOLPO SUNI
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan

অর্পণ

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী
হারানো ঐতিহ্যের গবেষক

সূচিপত্র

মহীয়সী আসিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু ০৯
মহীয়সী মারয়াম আলাইহাস সালাম ১৭
মহীয়সী খাদিজা রদিয়াল্লাহু আনহা ২৩
মহীয়সী ফাতিমা রদিয়াল্লাহু আনহা ৩১
মহীয়সী আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহা ৩৯
মহীয়সী রুকাইয়া রদিয়াল্লাহু আনহা ৪৯
মহীয়সী যয়নাব রদিয়াল্লাহু আনহা ৫৯
মহীয়সী আসমা রদিয়াল্লাহু আনহা ৬৯
মহীয়সী সাফিয়্যা রদিয়াল্লাহু আনহা ৭৯
মহীয়সী উম্মে সালামা রদিয়াল্লাহু আনহা ৮৯

মহীয়সী আসিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা

পুরো নাম আসিয়া বিনতে মুযাহিম।

তোমরা অনেকেই ফেরাউনের নাম শুনেছো। যে লোকটি নিজেকে 'উপাস্য' দাবি করেছিলো। আসিয়া রদি. ছিলেন সেই ফেরাউনের স্ত্রী।

হযরত মুসা আ. শৈশব কেটেছিল হযরত আসিয়া রদি. এর নিকটেই। এরপর মুসা আ. বড় হন। নবুওয়াত লাভ করেন। হযরত আসিয়া রদি. তাঁর ওপর ঈমান এনেছিলেন।

ফেরাউন যখন নিজেকে 'উপাস্য' দাবি করে তখন আসিয়া রদি. তা মেনে নেন নি। অস্বীকার করেছিলেন। এ অপরাধে ফেরাউন তাঁকে হত্যা করেছিলো।

হযরত আসিয়া রদি. এর এই আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। মহান আল্লাহ এর বিনিময়ে তাঁকে জান্নাতে বিশাল অট্টালিকা বানিয়ে দিয়েছেন।

আমরা আজ সেই আসিয়া রদি. এর জীবনগল্প শুনবো...

হাজার বছর আগের কথা। পৃথিবী তখন ছিলো অন্ধকারাচ্ছন্ন। কোথাও কোনো আলো নেই। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। মারামারি, হানাহানি আর ঝগড়া-ফ্যাসাদ সবসময় লেগেই থাকতো। মানুষের মাঝে শিক্ষা-দীক্ষা ছিলো না। ভদ্রতা - শিষ্টাচার কাকে বলে, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সংজ্ঞা কী– ওই যুগের মানুষগুলো তা জানতো না।

তারা জানতো– না কে তাদের সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন বা কে তাদেরকে আহার দিচ্ছেন...

তারা জানতো না পরকালের কথা। জানতো না, মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী জীবনের কথা। কিয়ামত, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নামের কোনোটাই তারা জানতো না...

সে যুগের মিশরও ছিলো এমনই অন্ধকারাচ্ছন্ন। তবে নীলনদের কল্যাণে দেশটি ছিলো বেশ সুজলা-সুফলা। সে দেশের জনগণ যদিও আর্থিকভাবে বেশ সচ্ছল ছিলো; কিন্তু চিন্তা-ভাবনায় ছিলো অনেক পিছিয়ে। ভদ্রতায় তারা ছিলো অন্য সব দেশের মানুষের মতো আদিম ও সেকেলে।

তারা শুধু তাদের রাজা ফেরাউনকেই চিনতো। তাকে তারা উপাস্য মনে করতো। তার চরণে মাথা নোয়াতো। অন্ধের মত তার প্রতিটি নির্দেশ মেনে নিতো।

ফেরাউন প্রচুর সম্পদের অধিকারী ছিলো। আল্লাহ তাকে সব ধরনের নিয়ামত দিয়েছিলেন; কিন্তু তারপরও লোকটি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি। পদে পদে সে আল্লাহর অবাধ্যতা করতো। অন্যদের ওপর অত্যাচার করতো। সকল ক্ষেত্রে এবং সবার ওপর শক্তি প্রয়োগ করতো।

ফেরাউন ছিলো চরম অহঙ্কারী, সীমাহীন উদ্ধত ও অত্যাচারী। সম্পদের শক্তি ও রাজত্বের ক্ষমতা তাকে চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ মানুষে পরিণত করেছিলো। সে সবাইকে নির্দেশ দিয়েছিলো, 'এখন থেকে সবাই তাকে প্রভু বিশ্বাস করবে। তার সামনে মাথা নুইয়ে কুর্ণিশ করবে। তার প্রতিটি নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নেবে।'